পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি যুদ্ধ এবং দেশের মেধাবী প্রজন্ম

মো: আমিনুল হক

শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড তা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু কোন ধরণের শিক্ষা তা বলা কঠিন। তবে অবশ্য বলতে হবে এটি সুশিক্ষাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। যে শিক্ষা মানুষকে নিজের পরিবার, সমাজ, জাতি এবং দেশের সঙ্গে শত্রুতা করতে শেখায় না তা অবশ্যই সুশিক্ষা। হয়তবা সুশিক্ষার অংশ বিশেষ। একটা দেশ তার নাগরিকদের কি উপায়ে কতটুকু শিক্ষা প্রদান করবে তার অবশ্যই নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আছে/নীতিমালা আছে এবং প্রতিষ্ঠান আছে । প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি দেশেই আছে এবং এ সব স্তরে ভর্তির জন্য সুস্পষ্টতা ও আছে, জনগন সেগুলো মেনে চলে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে করে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রতিযোগীতা করে। যে প্রতিযোগিতাকে আমরা ভর্তি যুদ্ধ বলে থাকি। কি সর্বনাশ আমাদের কোমল মতি বাচ্চা, ভাই, বা বোনটি যুদ্ধ করছে। প্রতিযোগিতা থাকা দরকার সবক্ষেত্রেই কিন্তু যুদ্ধ! যুদ্ধতো ভাল নয়। তাহলে সমাজে আমরা কেন ভর্তির ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করলাম। নিশ্চয় কোথাও কোন বড় ধরণের ভুল হচ্ছে।

বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তিন ধরণের ছাত্রকে ভর্তি করে থাকে যেখানে অর্থ ও মেধার সংমিশ্রন ঘটানো হয়।
প্রথমত: সে দেশের নাগরিকরা যাদের জন্য ভর্তি ফি এক ধরণের।
দ্বিতীয়ত: উন্নয়নশীল দেশের ছাত্র-ছাত্রী যারা ঐ দেশের বৃত্তি পেয়ে পড়া শোনা করছে।
তৃতীয়ত: হচ্ছে উন্নত বিশ্ব অথবা উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যারা নিজের খরচে পড়া শোনা করতে ইচ্ছুক। এদের জন্য ভর্তি ফি অনেক বেশী।

সবাই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে একই দিনে ক্লাস শুরু করে একই ডিগ্রী অর্জন করছে। উন্নত বিশ্বের বহু দেশ পড়াশোনার এ ধরনের সুযোগের মাধ্যমে বহি:বিশ্বের বহু ছাত্র-ছাত্রীকে আকৃষ্ট করছে এবং এ থেকে নিজ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। আমরা সচরাচর বলছি যে কোন কোন দেশ এ বিষয়ে বাণিজ্য করছে।

আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তির নিদৃষ্ট আসন আছে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সেগুলোর জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের মধ্যে ৬-৮% ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বাকী ৯৪-৯২ শতাংশ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মুহূর্তের মধ্যেই সকল আশা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ তারাও সমান মেধাবী। আমরা ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ধরণের সমম্বয় করতে পারিনি। হয় মেধাভিত্তিক অথবা মেধাসহ অর্থভিত্তিক। দেশে অনেক মেধাবী ছাত্র আছে যাদেরকে সত্যিই বিনা খরচে দেশের পাবলিক প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে দেশে অনেক অর্থবান বাবা-মা-র মেধাবী সন্ত ান আছে যাদেরকেও পাবলিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে ভর্তি ফি গ্রহণ করে ভর্তি করানো উচিত। অর্থবান বাবা-মা মেধাবী ছেলে মেয়েকে অর্থের মাধ্যমে হলেও পাবলিক প্রতিষ্ঠানে পড়াতে ইচ্ছুক এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। আজ থেকে ২০ বছর আগের শিক্ষা সচেতনতার তুলনায় বর্তমানে অভিভাবকরা অনেক সচেতন এবং এ কারণে মেধাবী ও দক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বের হয়ে আসছে এইচ এস সি পর্যায় পর্যন্ত, যাদের মেধাকে লালন করার মত আসন ব্যবস্থা বাংলাদেশের পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর নেই। ফলে প্রতিযোগিতা এবং শেষে তা ভর্তি যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ভর্তি নীতি অনুসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটি আসন আছে আমরা ততজনকে মেধাবী এবং অন্য সব ছাত্রকে অযোগ্য বলছি। প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই ২০ বছর আগের তুলনায় আসন বাড়াতে হবে এবং আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে জায়গা করে দিতে হবে ।

একটি কথা সবার জানা যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই আর্থিক সমস্যা আছে। যে কারণে শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

- একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর আর্থিক সংকটের প্রকটতা শিক্ষা কে ব্যাহত করছে;
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার প্রদত্ত বেতন কাঠামোর অর্থে জেলা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর বর্তমান যে কাঠামো আছে সেগুলো অব্যবহৃত থাকছে।
- অন্যদিকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মেধা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা সহ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করে স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব আয় বাড়াতে পারে এবং বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে এক শিফটে পাঁচ হাজার (**প্রায়**) ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে সেটাকে দু'শিফট চালু করে রাত আটটা পর্যন্ত ক্লাশ নিয়ে মাঝামাঝি হারের টিউশন ফি নির্ধারণ করে আরও তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাচ্ছি না কেন। যারা বর্ধিত ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হবে। ভর্তি ফরম বিক্রির সময় আলাদা ফরম বিক্রি করে একই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা আলাদা মেধা তালিকা প্রণয়ন করে এই ভর্তি করানো সম্ভব। **মনে রাখতে হবে এর আর্থিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক উপকারীতা আছে। যা দেশের জন্য এবং এ প্রজম্মের জন্য খুবই প্রয়োজন।** এতে অনেকগুলো সুবিধের মধ্যে একটি হলো একই ক্লাসে কে টাকা দিয়ে পড়ছে আর কে মেধা তালিকায় পড়ছে তা বোঝার উপায় নেই। নিম্ন আয়ের মেধাবী শ্রেণী এবং উচ্চ আয়ের মেধাবী শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একধরণের সমন্বয় ঘটত। একটি Bridging হত দুটি ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে। একটি শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে জানত এবং শেখার সুযোগ পেত। ভিন্ন শ্রেণীর নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ভাষা, প্রথা, বিশ্বাস, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ফ্যাশন, সমাজচিন্তা, সুখ, দু:খ-কষ্ট তথা জীবন চিত্রের এক অপরিহার্য এবং মূল্যবান আদান প্রদান ঘটত। যা দেশের নতুন প্রজম্মের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ১ লক্ষ টাকা ভর্তি ফি এবং প্রতি বছরে ১ লক্ষ টাকা করে টিউশন ফি গ্রহণ করে তবে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে প্রথম বছরে ৩০ কোটি টাকা ভর্তি ফি এবং প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা টিউশন ফি আদায় হবে। দেশের জনগনের এ টাকা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ হবে এবং আমাদের মেধাবী তরুন প্রজন্ম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জায়গা থেকে ডিগ্রী নিয়ে বের হবে এটা নি:সন্দেহে একটা সার্থক নীতিমালার-ই সাফল্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন, যানবাহন, ক্লাসরুমের আধুনিকায়ন, লাইব্রেরী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ল্যাব, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ছাত্রাবাস নির্মান এর মত অসংখ্য সমস্যা জমাট বেধে আছে । যদি প্রতিবছর উক্ত সমস্যাগুলো নিজস্ব অর্থায়নে সমাধান করতে থাকে তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (অথবা যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে) একটি সমস্যা জর্জরিত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অনুকুল পরিবেশ সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে বেশী সময় লাগবে না।

ঢাকা শহরে সবগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কে একত্রিত করলে মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এর সমান হবে না। অথচ এত বড় ভবনটির ইউটিলিটি দুপুর দু'টার পরে কতটুক ব্যবহৃত হয় তা সরজমিনে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। যেমন কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক, কলা এবং বাণিজ্য অনুষদের ভবনগুলো দুপুর দুটোর পরে অসাড় নির্জিব ভাবে পড়ে থাকতে দেখার অভিজ্ঞতা আছে। অথচ এ কাঠামো গুলোতে রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত ক্রমাগত ক্লাস চললে সমস্যা কি। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ধরনের বিভিন্ন পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা উচিত। কলা ভবনের মত জাতীয় সম্পদগুলোর সেবা পাবার অধিকার জাতির আছে। সুতরাং সময়ে প্রয়োজনে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যারা নিজ অর্থায়নে পড়তে ইচ্ছুক তাদেরকে দেশের সকল পাবলিক **প্রতিষ্ঠানে** পড়তে দেবার জন্য দ্রুত নতুন নীতিমালা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন। একদিকে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেশের পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেবার সুযোগ প্রদানের স্বার্থে; অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও এর সঙ্গে জড়িত পরিবারের স্বার্থে এটি করা জরুরী।

যখনই একজন ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অথবা প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি হয় তখন আমরা ধারণা করি ছাত্রটি লেখাপড়ায় ভাল না । সরাসরি ঐ ছাত্র-ছাত্রীকে দোষ প্রদান করি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করে। সুতরাং কোমল মতি মেধাবীদের স্বার্থে এ প্রক্রিয়া চালু করা দরকার।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলো একই শিক্ষাবর্ষে দুধরণের ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করাতে পারে । প্রথমত: মেধাভত্তিক ভর্তি যেখানে বর্তমান হারে ভর্তি ও টিউশন ফি প্রচলিত থাকবে এবং দ্বিতীয়ত: মেধার ভিত্তিতে কিন্তু নিজস্ব অর্থায়নে। অর্থাৎ যদি পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয় মেধাভিত্তিতে তাহলে বাকি তিন হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাতে হবে ছাত্রীদের নিজস্ব অর্থায়নে। এখানে আরও একটি rational বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা করতে পারে সেটি হলো কোন ছাত্র বা ছাত্রী মেধাতালিকার মধ্যে (পাঁচ হাজার মধ্যে) অবস্থান করছে কিন্তু সে মের্ধাভিত্তিক প্রাপ্ত বিষয় না পড়ে নিজস্ব অর্থায়নে বিশেষ কোন বিষয়ে পড়তে চায় তাহলে তাকে সে সুযোগ প্রদান করা উচিত। এতে ঐ ছাত্র-ছাত্রীর বা তার পরিবারের আকাঙ্খা পুরন হলো সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব আর্থিক যোগান বাড়াতে পারল। বর্তমানে বিদেশী সাহায্য কমছে সাহায্যের সঙ্গে শর্ত বাড়ছে, জনসংখ্যা বাড়ছেই, নতুন নতুন চাহিদা বাড়ছে এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব অর্থ সংগ্রহ বাড়ানো এবং পূন:বন্টনে বেশ কৌশলী হতে হবে। আমাদের সমাজে যাদের অর্থ আছে তাদেরকে সেবা অর্থাৎ তাদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের পড়ার সুযোগ প্রদান করে আমাদের অর্থের যোগান বাড়াতে হবে এবং সমস্যা সংকুল ক্ষেত্রে তা বন্টন করতে হবে। নইলে দিন দিন আমরা সংকটে নিপতিত হব।

দ্রষ্টব্য: দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার জন্য যে ফি প্রচলিত আছে তা কত হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী, বাবা-মা, রাজনীতিক নেত্রীবৃন্দ, সুশীল সমাজের মধ্যে একটি জরীপ চালাতে হবে।